যায়যায়দিন
৭ জুলাই ২০০৮ সোমবার

লোক, আহার সুবিধা ইত্যাদি সম্প্রসারণ করা গেলে আমাদের রাজধানীর আজ এ হচ্ছে। এছাড়া এক শ্রেণীর লোভী ব্যক্তির কম মূল্যে গ্রামাঞ্চলে বিঘার পর বিঘা সড়কের ধারে, রেললাইনের পাশে অথবা কোনো অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে। যেখানে নেই সম্ভব। ভবনের নিচতলা উন্মুক্ত রেখে সেখানে ভবনের বাসিন্দাদের জন্য বিভিন্ন পড়েছে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৫৪০টি

কৃষিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

উদার ও উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন

ড. এম আজিজুর রহমান

সমাজের সার্বিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন উদার ও উৎপাদনমুখী আইন। আইনকে হতে হবে উন্নয়ন সহযোগী ও উন্নয়নবান্ধব এবং দক্ষভাবে প্রয়োগশীল। আইনের উদ্দেশ্য পথচলার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি নয় বরং এর গতিকে সহজ করা। আইন প্রণয়নকারী সাংসদ ও আইনের দলিল তৈরিকারী আমলা শ্রেণীর মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্তন করে অনুৎপাদনশীল সামন্ত্রতান্ত্রিক রীতি-নীতি থেকে দূরে সরে এসে উদার ও উৎপাদনমুখী আইন-কানুন ও রীতি-নীতি প্রণয়ন করা এখন বাংলাদেশের জন্য সময়ের দাবি।

জীবন চলার পথে নির্দেশিকা, জীবিকা নির্বাহের উপায় ও উৎস হিসেবে সহায়ক অনেক উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন হয়। যেমন সুস্থ শরীর ও মনমানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিমানস গঠন, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিজের অবস্থান সমুন্নত করা ইত্যাদি। এর জন্য ব্যক্তিকে বিভিন্ন পেশা বা কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। যেমন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রভৃতির সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য কিছু বাধ্যতামূলক নিয়মনীতি তথা প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর প্রয়োজন হয়। এ প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোকেই সংক্ষেপে আইন বলে। আইন তথা সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতির সুষ্ঠু চর্চা থাকলে একটি সমাজ ইতিবাচকভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। আইন মেনে না চললে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। তাই আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক।

আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য সুষ্ঠু জীবনযাপন পদ্ধতি সুনিশ্চিত করা। 'জোর যার মুল্লুক তার' এ প্রবাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যই আইনের জন্ম। আইন-শৃঙ্খলার অভাবে মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে মারামারি, হানাহানি লেগেই থাকে। আইনের অভাবে মানুষ মানুষের মতো বসবাসের পরিবেশ পায় না। আইনের অভাবে নেতিবাচক স্বার্থপরতার সুযোগ গ্রহণ করে মানুষ ক্রমে সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে।

উৎপাদনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে আইন উৎপাদনশীল হতে পারে, অনুৎপাদনশীল হতে পারে, অথবা মাঝামাঝি উৎপাদনশীল হতে পারে। দেশের উৎপাদন তথা উন্নয়নমূলক ও সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন আইন কোনো সচেতন নাগরিকের কাম্য হতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে উৎপাদনশীল আইনের বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের কোনো সাংসদ দ্বারা আইন প্রস্তাবিত হয় এবং সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবিত আইনটি পাস হয়। আইন তৈরিকারী সাংসদদের উদ্দেশ্য থাকে মহৎ ও উদার তথা জনকল্যাণমুখী। কারণ তারা জানেন সাধারণ মানুষের মঙ্গলার্থে উদার ও উৎপাদনমুখী আইনের প্রয়োজন। মহৎ উদ্দেশ্যে আইন তৈরি হলেও আইনের দলিল তৈরি প্রক্রিয়ায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আইনে অনুৎপাদনশীল উপকরণের অনুপ্রবেশ ঘটে। অনেক সময় এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা আইনের উৎপাদনশীলতাকে এতোটাই হ্রাস করে, যা সম্পূর্ণ আইনটাকে একটি গ্রহণযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ বলা যায় মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন প্রয়োগযোগ্য জটিলতার কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা জাতি আইনের সুফল ভোগ করতে পারে না। তাই সাংসদ এবং আইনের দলিল তৈরিকারী আমলাদের মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে উদার ও উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন এবং আইনের দলিলপত্রাদির ভাষা সাবলীল করে আইনকে যথাযথ ও প্রয়োগযোগ্য করা দরকার।

মানুষ জন্মগতভাবে স্বার্থপর এবং সাম্যবাদী। মানুষের এ স্বার্থপরতা ও সাম্যবাদের হাত ধরেই কয়েকশ বছর আগে গোড়াপত্তন ঘটে সাম্য ও সামন্তবাদ বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ আইনের, যা উৎপাদনশীল হিসেবে আজো বিশ্বের বুকে কোনো প্রমাণ উথাপন করতে পারেনি। বৃটিশ আইনের অধীনে যেসব দেশ পরিচালিত হয়, সেসব দেশ এবং স্বয়ং বৃটেনও উন্নতির শিখরে পৌছাতে পারেনি। নন-বৃটিশ আইনের অধীন দেশগুলো যেমন- কানাডা, আমেরিকা, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবং কিছু ইউরোপিয়ান দেশ উৎপাদনশীল আইনের আওতায় তুলনামূলক উন্নতির শিখরে পৌছাতে পেরেছে। সাম্যবাদ আইনের আওতায় চীনা কমিউনিস্টদের দীর্ঘকাল দরিদ্র জীবনযাপন করতে হয়েছে। সম্প্রতি তারা কেবল কাগজে-কলমে সাম্যবাদী, বাস্তবে তারা গণতান্ত্রিক। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, এখন তারা পুরোপুরিভাবে ব্যবসাতন্ত্র মেনে চলে। তারা জানে কিভাবে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হয়, উৎপাদন ব্যবস্থাপনাকে কিভাবে আরো নিপুণ ও চৌকস কতে হয়, কিভাবে কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার পরিবেশ তৈরি করতে হয় এবং বিশ্ববাজারের কতো বেশি অংশ দখল করে রপ্তানি বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হয়। সংক্ষেপে এগুলো এখন চীনা সমাজের বাস্তবমুখী ব্যবসায়তন্ত্র। কারণ এ ব্যবসায়তন্ত্রই তাদের জীবনকে উৎপাদনশীল ও কল্যাণময় করতে পেরেছে। তারা এখন সাম্যবাদ আইনের সংস্কার করে বাস্তবমুখী উদার ও উৎপাদনশীল আইন প্রণয়নের পক্ষপাতি। বাংলাদেশকে চীনা সমাজের মতো উদার নীতি গ্রহণ ও উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে হবে।

ভৌগোলিকভাবে ইউনাইটেড স্টেটস অফ সোভিয়েত রাশিয়া ছিল সাম্যবাদী। সামন্তবাদ ও সামন্ততন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হতো তাদের শিল্প, ব্যবসায় তথা জীবন প্রণালী। অভাব, অনটন ও আহাজারি ছিল তাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী। আশির দশকে আমার দেখা একটি বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দিলে সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা অনুমান করা সহজ হবে।

সোভিয়েত রাশিয়ায় দুজন ডাক্তারি পেশায় নিয়োজিত, স্বামী-স্ত্রী মাসে দুটোর বেশি সিনেমা দেখতে তাদের একাধিকবার হিসাব করতে হতো। তাই সুষ্ঠুভাবে জীবন চালানোর জন্য তারা পালিয়ে আশ্রয় নেয় যুক্তরাষ্ট্রে। মাত্র দুই দশক আগের এ উদাহরণ সেখানকার অনুৎপাদনশীল অর্থনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত করে। সাম্যবাদ আইনের আওতায় উন্নতি করতে না পেরে মানবদরদি নেতা মিখাইল গর্বাচেভের আমলে উন্নত পশ্চিমা দেশের প্রভাবে সামন্ততন্ত্র রাশিয়া ভেঙে এক ডজনেরও বেশি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নতুন সৃষ্ট গণতান্ত্রিক দেশগুলোর জাতীয় আয়-উন্নতি, জীবনযাত্রার মান ধীরে ধীরে বাড়ছে। যেমন ইউক্রেনে মানুষ আগে কোনো দামি গাড়ি ব্যবহারের কথা ভাবতে পারতো না। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সেখানে বিলাসবহুল বিএমডাব্লিউ গাড়ি ব্যবহার করা কোনো ঘটনা নয়।

সাম্যবাদ আইনের নৈরাজ্যকর নজির হিসেবে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য অর্থনৈতিক অধঃপতনের দিকে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে বোম্বে, দিল্লি এবং ব্যাঙ্গালোরে তাদের কর্মকাণ্ড স্থানান্তর করছে। সাম্যবাদী আইনের কারণে পশ্চিমবঙ্গের বর্গাকারী কৃষকরা মনে করেন বিশ্বের বুকে যে জমিজমা আছে, তা ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং তারা নিজেরাই এ জমির মালিক। তাদের মধ্যে উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা অতি সামান্য। অ্যাকটিং মোড বলতে তাদের কিছুই নেই, যা আছে তা শুধু স্ট্রাইকিং মোড যেমন- ধর্মঘট, হরতাল, ঘেরাও ইত্যাদি। সাম্যবাদ আইনের আওতায় পরিচালিত ভারতের অনেক রাজ্যে দেখা যায়, ভাড়াটিয়া চাইলে বাড়ির মালিক হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আইন ভাড়াটিয়ার পক্ষে। পরিচিত কিছু ব্যক্তির তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, ভারতে বিশেষ করে দিল্লি ও বোম্বে শহরে বেশকিছু দামি বাড়ি ও অ্যাপার্টমেন্ট খালি পড়ে আছে। মালিক ইচ্ছা করেই এ বাড়িগুলো ভাড়া না দিয়ে অলস ও অনুৎপাদনশীল হিসেবে ফেলে রাখছেন। যেহেতু আইন ভাড়াটিয়ার পক্ষে, কাজেই বাড়ির মালিক মালিকানা চলে যাওয়ার ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে এবং এগুলো উৎপাদনশীলভাবে ব্যবহার করতে পারছে না।

উল্লিখিত আলোচনার সার নির্যাস যা দাঁড়ায় তা হলো, সমাজের সার্বিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন উদার ও উৎপাদনমুখী আইন। আইনকে হতে হবে উন্নয়ন সহযোগী ও উন্নয়নবান্ধব এবং দক্ষভাবে প্রয়োগশীল। আইনের উদ্দেশ্য পথচলার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি নয় বরং এর গতিকে সহজ করা। আইন প্রণয়নকারী সাংসদ ও আইনের দলিল তৈরিকারী আমলা শ্রেণীর মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্তন করে অনুৎপাদনশীল সামন্ত্রতান্ত্রিক রীতি-নীতি থেকে দূরে সরে এসে উদার ও উৎপাদনমুখী আইন-কানুন ও রীতি-নীতি প্রণয়ন করা এখন বাংলাদেশের জন্য সময়ের দাবি। কারণ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাংলাদেশে উদার ও উৎপাদনমুখী আইনের কোনো বিকল্প নেই।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর
উত্তরা ইউনিভার্সিটি